ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহুয়া কাব্যের 'সবলা' কবিতায় বলেছেন —

নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথ প্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?

গতিশীল মানব জীবন স্রোতের উৎস মুখে রয়েছে পুরুষ ও নারীর দ্বৈত ভূমিকা । একই আত্মার দুটি রূপ । একই শক্তির দু'টি মেরু । একটি ধনাত্মক অপরটি ঋনাত্মক । এই দুই মেরুর সার্থক মিলনে গতি - শীল শক্তি পায় প্রগতির পথ - প্রজ্জ্বলিত হয় আনন্দের ও আলোর বন্যা। পরস্পর পরিপূরক দুটি মেরু আপনাপন বৈশিষ্ট্যে ও মৌলিকতায় স্বয়ং সম্পূর্ণ । কিন্তু জৈবী চাহিদার তাগিদে ও বাহুবলের ক্ষমতান্ধতায়

যখন একে অপরকে তার প্রাপ্য মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে এনে ভোগ লালসা চরিতার্থতায় মেতে ওঠে তখন সৃজন গতি হয় স্তিমিত। নির্যাতিতের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে এই দুই মেরুর পারস্পরিকতা বোধের অভাব মানব সমাজে নামিয়ে এনেছে অসাম্যের এক অচলায়তন বাধা। কবি কণ্ঠে 'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা তাই বিংশ শতকের মুক্তি আন্দোলনেরই এক তাত্ত্বিক ধ্বনি। আধুনিক যুগ এই অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হেনেছে। যে অতীত 'ভুবনে ভুবনে' গোপনে কাজ করে গেছে সেই গোপনীয়তাকে লোক চক্ষুর আওতায় এনে ফেলে আধুনিক মানসিকতা চায় অবরুদ্ধ জীবন গতিকে কলুষ মুক্ত করতে। যুক্তিবাদের নিরীক্ষায় অতীতের অন্ধকার বিন্দুগুলিকে আলোকিত করে ত্রুটিমুক্ত চলার পথ রচনা করার অনুসন্ধানী তৎপরতা আধুনিকতা।

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় সমাজ জীবনের নানা চিত্র। কারণ সাহিত্যিকেরা সামাজিক সংবেদনশীল মানুষ। সমাজ জীবনের সমস্ত প্রতিক্রিয়া এই সংবেদনশীল মনগুলিকে আলোড়িত করে। তাই সমাজকে জানতে হলে সাহিত্যকে একটি অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করতে হবে। মধ্যযুগের সমাজ জীবন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন, তমোনাশ দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে অনেকেই মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে সমাজের রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিকেরাও মধ্যযুগের

বাঙলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যান কাব্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তৎকালীন বাঙলার সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন চিত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ঐ মধ্যযুগের বাঙলাকাব্যে নারী জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আমরা পাই না। আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র নরনারীর সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারী আজ সমাজ জীবনের সামগ্রিক বিকাশের ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে। নারীর এই অধিকার আক্ষরিক অর্থে স্বীকৃতও হয়েছে। আধুনিক জীবন বোধের এই চেতনার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তাই প্রয়োজন সমাজ বিবর্তনের পথে মধ্যযুগে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ। আর এই অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের কাব্যে।

বর্তমান গবেষণায় মধ্যযুগের কাব্যে নারী চরিত্র যেভাবে প্রতি-ফলিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগে সমাজে নারীর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ভারত তথা বাঙলাদেশের সমাজ জীবনের উপর প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণ, বেদ, উপনিষ-দের প্রভাব অনস্বীকার্য। উপনিষদই আমাদের শিখিয়েছে — 'নৈষা মতি: তর্কেনাপনীয়' — আমরা তর্ক করি নাই। বিভিন্ন বিধানকে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছি। স্বাধীন চিন্তা নেই —

স্বত:স্ফূর্ত কর্ম স্পৃহা নেই — কতকগুলো 'কলের পুতুল' যেন সমাজ জীবনে চলা-ফেরা করছে। বিভিন্ন বিধিবিধান, নিষেধহুঙকারের মধ্যে কে যেন স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ শুষে নিয়েছে। কেউ কোন স্বাধীন চিন্তা করতে পারেনি। বিশেষত স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারাই সমাজ জীবন শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই সব শাস্ত্রানুশাসন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার হস্তান্তরের দ্বারাও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শাসক - গোষ্ঠীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুশাসনের ধারাও কখনো কখনো পরিবর্তিত হয়েছে। কাব্যরচয়িতাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন রাজানু - কূল্যে বা রাজরোষে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তেমনি তাঁদের কাব্যদেহেও নানা অনুকূল প্রতিকূল চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ দেহের গঠন, বিন্যাস ও রীতিনীতির উপর শস্ত্র ও শাস্ত্রের এই প্রভাব যখন যেমন ভাবে পড়েছে তখন তেমনি ভাবে কাব্যদেহে নরনারীর চরিত্র এসে পড়েছে।

মধ্যযুগের সমাজ জীবনে নারীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যে সব কাব্য গ্রন্থের ও প্রামাণিক ইতিহাস, স্মৃতিশাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেই সব গ্রন্থ, গ্রন্থকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য হ'ল মঙগলকাব্য সমূহ। মনসামঙগল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যগুলি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কবির দ্বারা রচিত হয়েছে। মূলকাহিনী ও গতানুগতিক বর্ণনা ও উপাখ্যান উপস্থাপন রীতি

একঘেয়ে হলেও বিভিন্ন রচয়িতার রচনায় স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঝলকিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল রশ্মি। এই সব রশ্মির আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে নারী জীবনের প্রকৃত অবস্থানের বিষয়। যিনি আমায় ছাত্রজীবনে ও গবেষণার কাজে নানা নির্দেশ সস্নেহ উপদেশ দিয়ে আমাকে নিরন্তন অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার — তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্রীমতী মায়া ধর (দাস)।